নিবেদন

সমগ্র উনিশ শতক জুড়েই যে সাহিত্য শাখাটি বাঙালির জীবনকে আক্ষরিক অর্থে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তা হল নাটক। পাশ্চাত্য রঙ্গালয় স্থাপন, পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষা গ্রহণের সূত্রে বাঙালি নাটকের আস্বাদ পেতে শেখে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে নাটকের অভিনয়ের প্রতিও তাঁদের আকর্ষণ হয় ক্রমবর্ধমান। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় প্রথমেই বাঙালির লেখনীতে জন্ম নেয় মৌলিক নাটক, একেবারে দু দুটো, ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর উনিশ শতকের বাকী সময়টিতে তো নাটক লেখা এবং তার অভিনয় বাঙালি জীবনকে মাতিয়ে তোলে। নাটকের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হতে শুরু করে বাঙালির দুঃখ, সুখ, প্রত্যাশা, ক্ষোভ, স্বদেশ প্রেম। এমন কি, বাঙালি জীবনে প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক হয় বিভিন্ন 'দর্পণ' নাটক কিংবা প্রহসন। সাধারণ মানুষ নাটকগুলির দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নাটকগুলি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন বিভিন্ন চিঠি কিংবা প্রতিবেদনের মাধ্যমে। নাটকগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিয়মিত সমালোচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পাদক তাঁদের সম্পাদকীয় কলমে, 'নূতন পুস্তক' কিংবা 'প্রাপ্ত গ্রন্থ' -এর সমালোচনা অংশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত যে সকল নাট্য-সমালোচনার লেখক সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি, সেগুলি যেহেতু পত্রিকা সম্পাদকের অনুমতিক্রমে লেখা এবং অনুমোদনক্রমে ছাপা হয়, তাই উদ্দিষ্ট নাট্য-সমালোচনাগুলি পত্রিকা-সম্পাদকের লেখা বলে ধরে নেওয়া যায় এবং আলোচনার মধ্যে সেই ভাবেই তার উল্লেখ রাখা হয়েছে। উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রে কখন কখন কোন সমালোচনার সমালোচনাও প্রকাশিত হতে দেখি আমরা। আর এ ভাবেই বাংলা নাট্য-সমালোচনা সাহিত্যের জন্ম ও সমৃদ্ধিলাভ ঘটে গোটা উনিশ শতক জুড়ে।

নাটক নিয়ে অনেক আলোচনা চোখে পড়লেও সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ও চর্চিত উনিশ শতকের নাট্য-সমালোচনার ধারা নিয়ে গবেষণাধর্মী কোন কাজই আমাদের চোখে পড়ে নি। তাই আমরা একাজে ব্রতী

হয়েছি। উনিশ শতকের বাংলা নাটকের সমালোচনাগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণই আমাদের অন্বিষ্ট। আমাদের গবেষণার শিরোনাম 'সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাংলা নাট্য-সমালোচনার ধারা (১৮৫৪ - ১৯০০)' অর্থাৎ আমাদের গবেষণা-বিষয় উনিশ শতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম নাট্য-সমালোচনা সাময়িকপত্রে পাওয়া যায়; আর নিয়ম অনুযায়ী ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ উনিশ শতকের সমাপ্তি হলেও স্থূল ভাবে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্তই ধরা হয়। আমাদের সময়সীমা তাই ১৮৫৪-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ। আলোচ্য গবেষণাপত্র যেহেতু সামগ্রিক সংবাদ-সাময়িকপত্র নির্ভর এবং সেগুলি যথেষ্টই পুরানো, তাই অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কোন সমালোচনা বাদ পড়তে পারে। আকর সংবাদ-সাময়িকপত্রের মধ্যে সমালোচনাগুলি যেভাবে পাওয়া গেছে, তাতে অনেক সময় কোন কোন শব্দ কিংবা বাক্যও তুলে ধরা যায় নি – সেগুলিকে [ ] বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। আবার সংবাদ-সাময়িকপত্রের সমালোচনায় উল্লিখিত কোনো কোনো বানান ভুল বলে মনে হলেও উদ্ধৃতির মধ্যে সেগুলি ঐ ভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। 'গ্রন্থপঞ্জী' অংশে সংবাদ-সাময়িকপত্রের যে সমস্ত সংখ্যা পেয়েছি এবং দেখেছি সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি এই গবেষণা-কর্মটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমার এই গবেষণা কাজে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরার পরামর্শ, নিরন্তর উৎসাহ প্রদান, পথনির্দেশ ও পরামর্শ দান কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। নতুবা আমার মত সাধারণ একজন ছাত্রের পক্ষে এই অনুসন্ধান মূলক কর্মটি শেষ করা সম্ভবই হ'ত না। গবেষণা কাজের প্রয়োজনে বারে বারে যেতে হয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, উত্তর পাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী, চন্দননগর পুস্তকাগার, পাটুলীর আর্কাইভ(Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সহ কলকাতা ও বর্ধমান প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে। প্রতিটি পুস্তকাগার থেকেই অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। পুস্তকাগারের অনেক কর্মীই আমার পাওয়ার অতিরিক্ত সাহায্য করেছেন। জানা নেই কেন, তবু পেয়েছি। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীর প্রণবেশ চক্রবর্ত্তীর নামটি মনে পড়ে। জাতীয় গ্রন্থাগারের 'Rear Book Section' -এ মাইক্রোফিল্‌ম দেখে দেখে 'Calcutta Review' পত্রিকা থেকে নকল নেওয়া দিনের পর দিন। সে এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা। পাটুলীর আর্কাইভ সম্পর্কেও একই রকম অভিজ্ঞতা। ওখানে থাকা শ্রাবন্তীদি এবং আরও অনেকে সাহায্য করেছেন প্রচুর। ওখানে বিরল পত্রিকাগুলি কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখার সুবিধা থাকায় আমার গবেষণা-কর্মটিকে

আরো সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করার প্রয়াস চালাতে পেরেছি। আর গবেষণা কাজের জন্য আমার শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপক ডঃ স্বপন বসু আমাকে উনিশ শতকের নাট্যসমালোচনার উপর ছোট একটি পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন যার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমি পেয়েছি।

আমি কিছুতেই আমার কাজ শেষ করতে পারতাম না, যদি না, আমার স্বর্গত পিতা লক্ষ্মণচন্দ্র কোলের আশীর্বাদ না থাকত, আমার মা শ্রীমতী শিখা কোলে অনবরত আমাকে অনুপ্রেরণা না দিতেন, আমার স্ত্রী শ্রীমতী চৈতালি কোলে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করতেন। অন্যান্য আত্মজনেরাও খোঁজ নিয়েছেন বারে বারে; তাঁদের নিরন্তর উৎসাহ না থাকলে হয় তো এই কাজটি শেষ করা যেত না। আর বিশেষজ্ঞ-পাঠকের কাছে এটির গুরুত্ব ও বিশেষত্ব স্বীকৃত হলে আমার গবেষণা হবে সার্থক এবং আরও কাজের অনুপ্রেরণা স্বরূপ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গবেষণাপত্রের সমস্ত বানান 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' প্রণিত 'আকাদেমি বানান অভিধান' অনুসরণ করে লেখা হয়েছে। আর বর্ণবিন্যাসটি আকাদেমি সফ্‌ট্‌ওয়্যার অনুযায়ী করা হয়েছে।

চন্দননগর, হুগলী
১ জানুয়ারী, ২০১০

নির্মাল্য কোলে
১১/০১/১০
নির্মাল্য কোলে